রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৭
মিডশীপমেন্ট-২০১৫ এবং ডিইও ২০১৭/বি ব্যাচের শীতকালীন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বিএনএ, চট্টগ্রাম, রবিবার, ১০ পৌষ ১৪২৪, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

অফিসার ও নাবিকবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আ'লাইকুম।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২০১৭-এ উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। বিজয়ের এই মাসে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-এ অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এ মাসেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হয়েছিল। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী জাতি। আমরা অন্যায়ের কাছে মাথা নত অথবা যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পিছপা হব না।

আজকের এই বিশেষ দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিব নগরে শপথ গ্রহণকারী প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্য আমাদের অকুতোভয় জাতীয় চার নেতাকে।

গভীর শ্রদ্ধা জানাই বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ রুহুল আমিনসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সকল নৌ সদস্যদের প্রতি। আমি স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদ ও দু'লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। যাদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা।

চব্বিশ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা ক্রমেই স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়েছি। বাঙালি সত্তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতিকে ৭ই মার্চের যে ভাষণে জাতির পিতা মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি ইউনেস্কো'র বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৭ই মার্চের ভাষণে জাতির অস্তিত্বের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। আমার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে বাবাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, তাঁর বিবেক যা বলে- সেই কথাগুলোই ভাষণে বলে আসতে।

আমার মা বুঝতেন জাতির পিতা-ই বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বঞ্চনার কথা সবচেয়ে ভাল জানেন। বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর মত গভীর আন্তরিকতা আর কারো নেই।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ শোষণ-শাসনে জর্জরিত জাতির বেদনার উপাখ্যান। জাতির পিতার বাঙালির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধতার প্রামান্য দলিল। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি, জাতির পিতার আহবানে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের অবিনশ্বর ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাসের আলোকে, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়চেতা করবে।

প্রিয় মিডশিপম্যানগণ,

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জবীবিত হয়ে তোমরা এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করবে। একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য হিসেবে সর্বদা উর্ধ্বতনদের প্রতি আনুগত্য ও অধঃস্তনদের সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে। চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে বিশ্ব দরবারে আরও গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। আজকের এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তোমরা যারা কমিশন লাভ করতে

যাচ্ছ, তোমাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি জেনে খুবই আনন্দিত যে, এবার ২১ জন মহিলা কর্মকর্তা কমিশন পেতে যাচ্ছে যা নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বহিঃপ্রকাশ।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় নৌবাহিনীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৬'র ৬-দফায় তিনি পূর্ববঙ্গে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন।

দেশের প্রয়োজনে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয় থেকেই তিনি ১৯৭৪ সালে নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খাঁ কমিশন করেন। একটি দক্ষ নৌবহর গঠনের লক্ষ্যে তিনি যুগোস্লাভিয়া ও ভারত থেকে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ করেন। একইসাথে তিনি দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'দ্যা টেরিটরিয়াল ওয়াটারস এন্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেন।

আমরা দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করেই জাতির পিতার দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আধুনিকায়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এরই ধারাবাহিকতায় সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, গড়ে তোলা হয়েছে হেলিকপ্টার ও টহল বিমান সমৃদ্ধ নেভাল এভিয়েশন এবং বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস।

দেশের জলসীমায় নজরদারী বাড়াতে আরও মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফ্ট ও হেলিকপ্টার ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পটুয়াখালীতে এভিয়েশন সুবিধা সম্বলিত নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ নৌঘাঁটি ও ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নৌঘাঁটি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া সাবমেরিনের সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও জেটি সুবিধা প্রদানের জন্য কুতুবদিয়ায় একটি সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড সন্দ্বীপ চ্যানেলে জাহাজ বার্থিং সুবিধা সম্বলিত ফ্লিট সদর দপ্তরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে সমুদ্র এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে বলে আমি আশা করি।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দক্ষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ। গত মাসে খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত দু'টি সাবমেরিন বিধ্বংসী লার্জ পেট্রোল ক্রাফট 'দুর্গম' ও 'নিশান' নৌবহরে কমিশন করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডে আধুনিক ফ্রিগেট তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। যার মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে Buyer Navy হতে Builder Navy - তে পরিণত করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের অংশগ্রহণে গত মাসেই কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে Indian Ocean Naval Symposium Multilateral Maritime Exercise 2017 এর মতো বৃহৎ ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া। এ মহড়ার সফল আয়োজন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের নতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বহির্বিশ্বে এখন পথিকৃত ধরা হয়।

আমরা মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তির পর এক লাখ আঠোর হাজার আটশ' তের বর্গকিলোমিটারের বেশী টেরিটোরিয়াল সী, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশের সম্পদের অধিকার লাভ করেছি। বর্তমান সরকার সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিতে নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমায় রয়েছে মৎস্য, খনিজ তেল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থসহ মূল্যবান সম্পদ। জাতীয় অর্থনীতিতে এই সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কার্যপরিধি এখন অনেক বেড়ে গেছে।

প্রিয় অফিসারবৃন্দ,

দেশের সেবায় আত্মনিয়োগকারী তোমাদের মত তরুণ প্রজন্মকে উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য আধুনিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা এই একাডেমিতে অত্যাধুনিক

সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ করছি। এই কমপ্লেক্স চালু হলে নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণ সুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি আরও অধিক সংখ্যক দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীকে মান প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে।

প্রিয় সুধী,

আমরা কেবল সশস্ত্র বাহিনী নয়, দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। কেবল বিগত ছয় বছরেই সার্বিক দারিদ্র্যের হার ৭ দশমিক ২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে অতি দারিদ্র্যের হার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। দেশে হতদরিদ্রের অবশিষ্ট সংখ্যা ২ কোটি ৮ লাখ। আশা করা যায় ২০২১ সালের মধ্যে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। মানুষের খাবার বাবদ ব্যয় কমে ৫৪ ভাগ থেকে ৪৭ ভাগ হয়েছে। বরং খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় বেড়েছে। যা উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য নির্দেশক।

আমাদের সরকার বরাবরই শহর ও গ্রামের সুষম উন্নয়নের উপর জোরারোপ করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করার নীতি গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসাবে কৃষকের জন্য দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। কৃষকের জন্য খোলা ব্যাংক হিসাবে এক হাজার তিনশ' কোটি টাকা সঞ্চয় হয়েছে। এ উদ্যোগে আয় বৈষম্য কমেছে।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আজ তোমাদের চমৎকার কুচকাওয়াজ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমাদের প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল তারুণ্য জাতিকে আশান্বিত করেছে। তোমাদের সাথে তোমাদের অভিভাবকদেরও অভিনন্দন জানাই। তোমাদের সফলতার গৌরবময় অংশীদার তাঁরাও। সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের সফল প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি ও প্রশিক্ষণ জাহাজ-এর যেসব কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষক নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনে যারা সংশ্লিষ্ট থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিভিন্ন সময় দেশে ও পার্শ্ববর্তী দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যেকোন ক্রান্তিকালে নৌবাহিনীর সদস্যদের নিবেদিত প্রাণ অংশগ্রহণ বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে গৌরবান্বিত করেছে। আর্ত-মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার জন্য আমি এ বাহিনীর সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও নেভাল একাডেমির উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...